পাক্ষিক

আহমদী

একাদশ বর্ষ — ষোড়ষ সংখ্যা

৩১শে মাহে যহুর—১৩২০ হিঃ, শঃ — [৩১শে আগষ্ট, ১৯৪১ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم *

هو الناصر

অমৃত বাণী

হজরত মসিহ মাওউদ—আহমদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতা

তৌহীদ বা একেশ্বরবাদ

"হে শ্রবণকারীগণ! শ্রবণ কর, খোদা তোমাদের নিকট কি চাহেন। তিনি ইহাই চাহেন যে, তোমরা তাঁহারই হইয়া যাও, তাঁহার সঙ্গে আর কাহাকেও শরীক বা অংশীদার না কর—আকাশেও না, ভূতলেও না। আমাদের খোদা সেই খোদা যিনি এখনো জীবিত আছেন যেমন তিনি পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। এখনো তিনি কথা বলেন যেমন তিনি পূর্ব্বে বলিতেন। এখনো তিনি শ্রবণ করেন যেমন তিনি পূর্ব্বে শ্রবণ-করিতেন। ইহা ভ্রান্ত ধারণা যে, তিনি এই যুগে শ্রবণ করেন বটে, কিন্তু বলেন না। তাঁহার সমস্ত গুণাবলী অনাদি ও অনন্তকাল স্থায়ী। তাঁহার কোন গুণই রহিত হয় নাই এবং কখনো হইবে না। তিনি একক ও অদ্বিতীয়; তাঁহার কোন সন্তান নাই, তাঁহার কোন স্ত্রী নাই। তিনি সেই উপমা-বিহীন যাঁহার কোন দ্বিতীয় নাই এবং যাঁহার ন্যায় আর কেহই কোন বিশিষ্ট গুণে গুণান্বিত নহে এবং যাঁহার কোন সমকক্ষ বা সমগুণ-বিশিষ্ট নাই, যাঁহার কোন শক্তি ন্যূন নহে। তিনি সমস্ত পূর্ণ গুণের সমষ্টি এবং সমস্ত সদগুণের বিকাশক। তিনি সমস্ত সৌন্দর্য্যের উৎস, তিনি সমস্ত শক্তির সমষ্টি; তিনি সমস্ত ফয়েজ অর্থাৎ আশীষ ও কল্যাণের কেন্দ্র; তিনি সমস্ত বস্তুর উৎস; তিনি সমস্ত রাজ্যের রাজা এবং সমস্ত পূর্ণতা ও উৎকৃষ্টতার অধিকারী এবং সমস্ত ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত এবং এই বিশেষ অধিকারে অধিকারী যে, পৃথিবীবাসী ও আকাশবাসী তাঁহারই এবাদত বা উপাসনা করিবে।" (আল্-অছিয়ত)।

খোদাতালার স্বরূপ ও গুণাবলী

"খোদাকে চিনিবার ব্যাপারে ওয়াসত বা মধ্যম পন্থা ইহাই যে, খোদার গুণাবলী বর্ণনা করিবার সময় এক পক্ষে তাঁহার গুণাবলী অস্বীকারের পন্থাও অবলম্বন করিতে নাই এবং অপর পক্ষে তাঁহাকে বাস্তব পদার্থের সদৃশও মনে করিতে নাই। কোরান শরীফ খোদাতা'লার গুণাবলী বর্ণনা করিবার ব্যাপারে এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে। কোরান একথাও বলে যে, খোদা শুনেন, জানেন, বলেন, বাক্যালাপ করেন, আবার তাঁহাকে যেন সৃষ্ট জীবের সদৃশ মনে না করা হয় তদুদ্দেশ্যে বলে—

—ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الامثال —

অর্থাৎ "খোদার স্বরূপ ও গুণে কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহে। তাঁহার সহিত সৃষ্ট জীবের তুলনা দিও না।" অতএব খোদার স্বরূপকে তাশ্‌বিয়া (সৃষ্ট জীবের সদৃশ) ও তান্‌জিয়া (অর্থাৎ সৃষ্ট জীবের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক হীন) এই দুই অবস্থার মধ্যবর্ত্তী রাখাই ওয়াসত বা মধ্যম পন্থা। (ইসলামী-অসুল-কি-ফালসফা)

শয়তান ও ফেরেস্তা

"যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, শয়তানকে দেখাও, তবে তাহাকে বলিয়া দাও, তোমার ভিতরেই উহার প্রকৃতি রহিয়াছি। প্রায়ই দেখা যায় যে, মানুষ বসিয়া বসিয়াই এক মুহূর্ত্তেই 'বদী' বা অন্যায়ের দিকে ধাবিত হইতে থাকে, এমন কি, খোদাকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া বসে. আবার কখনো 'নেকী' বা পুণ্যের দিকেও অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাতে বুঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে দুইটী আকর্ষণ রহিয়াছে। এই দুইটি আকর্ষণের কোন না কোন 'মুহার্‌রেক' বা প্ররোচক ও প্রেরণাদানকারী নিশ্চয়ই আছে। সৌভাগ্যের লক্ষণ ইহাই যে, মানুষ খোদার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহার মজুদ ও হাজের-নাজের (উপস্থিত ও বিদ্যমান) হওয়া সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাসী হয় এবং বড় কথা এই যে, গুনাহ্ বা পাপ হইতে দূরে থাকে। পাপ এক মহা অগ্নি, ইহা হইতে বাঁচিবার জন্য 'মারেফাতে-এলাহি' বা ঐশী-জ্ঞান ছাড়া আর কোন উপায় নাই। বান্দার ঐশী-জ্ঞানের আবশ্যক, তাই খোদাতা'লা ইহার দ্বার পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বান্দা যতই এই দিকে চেষ্টা করিবে ততই তাহার জন্য রহমত বা অনুগ্রহের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। দুনিয়াতে এরূপ হাজার হাজার জিনিষ আছে যাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমরা অবগত নহি। অতএব এরূপ জিনিষের জন্য অস্থির হওয়ার কি প্রয়োজন? এরূপ কোন জিনিষ কি আছে যাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান মানুষ পূর্ণরূপে করিতে পারিয়াছে? খোদাতা'লা যে-বস্তু মানুষের জন্য ততটা কল্যাণকর মনে করেন নাই তাহার জ্ঞানও তিনি মানুষের নিকট পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেন নাই। অতএব যাহারা প্রত্যেক বস্তুরই তত্ত্ব জানিতে চায় তাহারা কি খোদা সাজিতে ইচ্ছা করে? যে-রাস্তায় মানুষ পৌঁছিতে পারে না উহা পরিত্যাগ করা উচিত। মানুষকে যাহা কিছু প্রদান করা হইয়াছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কেহ যদি এই আশায় থাকে যে, আকাশের বৃক্ষের ফল আসিবে এবং সে খাইবে অথচ তাহার হাতও তথায় পৌঁছে না, তবে সে 'মজনুন' বা পাগল হইবে। অবশ্য খোদা যখন তাহার প্রকৃতিকে আকাশে পৌঁছিবার যোগ্য করিয়া দিবেন তখন সে আকাশের গাছের ফলও খাইতে পারিবে।"
(আল্‌বদর, ২২ মে, ১৯০৩)।

মানব কি খোদা বা খোদার অনুরূপ হইতে পারে ?

মিথ্যা নবুওতের ও ঈশ্বরত্বের দাবী

হজরত খলিফাতুল-মসিহ—আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা

(২৭শে জুন তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম)

আল্লাহ্‌তা'লার এক বিধান এই যে, বৃষ্টি বর্ষিত হইলে এক দিকে ফল-ফসল ও শাক-সব্জীও জন্মে, অপর দিকে নানাপ্রকার আগাছাও জন্মে। আধ্যাত্মিক বৃষ্টি বর্ষণের বেলায়ও খোদাতা'লার এই কানুনই কাজ করিতে দেখা যায়। খোদাতা'লার তরফ হইতে যখন কোন নবী আবির্ভূত হন তখন সেই নবীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকও খোদাতা'লার প্রেরিত-পুরুষ হইবার দাবী করিয়া বসে। রসুল করীমের (ছাঃ) আবির্ভাবের সময় প্রায় ছয় সাত জন লোক নবুওতের দাবী করিয়াছিল। যত দিন রসুল করীমের (ছাঃ) উপর বিপদ বা কষ্ট ছিল ততদিন কেহ দাবী করে নাই, কিন্তু মদিনার জীবনে যখন তাঁহার বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইল তখন নবুওতের দাবীকেই উন্নতির সহজ পন্থা মনে করিয়া কতিপয় পাজী লোক খোদাতা'লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করতঃ এবং কতিপয় লোভী লোক নিজেদের খেয়ালী এল্‌হামের (ঐশীবাণীর) উপর ভিত্তি করতঃ নবুওতের দাবী করিয়া বসে।

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) যুগেও তাহাই হইয়াছে। যতদিন তাঁহার উপর বিপদাপদ ও অভাব-অসুবিধা ছিল ততদিন কেহ নবুওতের দাবী করে নাই। কিন্তু যখন তাঁহার বিজয়ের সময় আসিল তখন কয়েকজন লোকই নবুওতের দাবী করিয়া বসিল। কতিপয় লোক পার্থিব সম্মানের প্রয়াসী ছিল এবং মনে করিয়াছিল যে, এইরূপ দাবী করিয়া তাহারা সম্মানের অধিকারী হইতে পারিবে। কতিপয় লোক নিজেদের লোভের বশীভূত হইয়া এরূপ স্বপ্ন দেখিতে থাকে যে, ফলে তাহারা নিজদিগকে 'মামুর' বা প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া মনে করিতে থাকে। তাহাদের মনের গতিই এই দিকে থাকে বলিয়া তাহারা স্বপ্নও এইরূপই দেখে। চেরাগউদ্দীন জম্মুনী ও ডাক্তার আবদুল হেকীম ইত্যাদি এই শ্রেণীর লোক। এই সব লোকই এরূপ সময়ে দাবী করে যখন হজরত মসিহ মাওদের (আঃ) জমাত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। ১৮৯২, ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সনে কেহ এরূপ দাবী করে নাই, কেননা তখন মার-পিট, হাসি-বিদ্রুপ ও বয়কটের সময় ছিল। তখন কাহারো এরূপ দাবী করিবার লোভ হয় নাই। কিন্তু যখন কৃতকার্য্যতা আরম্ভ হইল তখনই কতিপয় লোক এরূপ দাবী করিতে আরম্ভ করে।

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। এই লোকটিও নিজ খেয়ালোদ্ভূত এল্‌হামের উপর ভিত্তি করিয়া নবুওতের দাবী করিয়াছিল। হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) অন্তর্ধানের পর সে এক বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া বলে যে, "যে-ব্যক্তি হজরত মসিহ মাওউদের অন্তর্ধান অসময়ে হইয়াছে বলিয়া মনে করে সে ভুল করে; আমার প্রতি এল্‌হাম (ঐশীবাণী) হইয়াছে যে, তাঁহার জমাত এই ভাবেই উন্নতি করিবে।" হজরত খলিফাতুল-মসিহ আওয়ালও (রাঃ) সরল-চিত্তে তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার এই তথা-কথিত এল্‌হাম প্রকাশ করিয়া দেন। ইহাতে সে আরো উৎসাহিত হইয়া পড়ে এবং এক পৃথক গণ্ডী সৃষ্টি করে। সে নিজেই বলিয়াছে যে, একবার নামাজে এইরূপ খেয়াল করিতে করিতে তাহার হাসি আসিয়া পড়ে। নামাজে তাহার এই খেয়াল হয় যে, "আমার প্রতিও আল্লাহতা'লার তরফ হইতে এলহাম (বাণী) হয়, এখন আমারও ঐশী সাহায্য ও সহায়তা লাভ হইবে, আমার গ্রামও কাদিয়ানের মত উন্নতি করিবে, এখানেও লঙ্গর-খানা (অতিথি শালা) হইবে, আঞ্জোমন বা সঙ্ঘ সৃষ্টি হইবে, চতুর্দ্দিক হইতে টাকা আসিবে, সর্ব্বত্র আমার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িবে। এইরূপ খেয়াল করিতে করিতে আমি একথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে, আমি নামাজে দাঁড়াইয়াছি, এবং আমি হাসিয়া পড়ি।"

প্রকৃত কথা এই যে, তাহার যে-সকল এলহাম ইত্যাদি হইত সেগুলি মূলতঃ তাহার লোভ-লালসা প্রসূত ছিল। বস্তুতঃ কতিপয় লোক নিজ খেয়ালোদ্ভূত এলহামের উপর নবুওতের দাবী করিয়া বসে। কতিপয় লোক আবার স্পষ্ট মিথ্যা কথাই বলে। যাহাহউক, ঐশী প্রতিষ্ঠানের উন্নতি দেখিয়াই এই সকল লোক এইরূপ দাবী করিয়া থাকে, কারণ তাহারা এইরূপ দাবীকে উন্নতির এক সহজ পন্থা মনে করে।

হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) যুগে এক ব্যক্তি কাদিয়ান আসিয়া মেহমানখানা বা অতিথি-শালায় থাকে। তখন সিলসলার উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল। সে কাহারো কাহারো নিকট প্রকাশ করে যে, তাহার প্রতিও আল্লাহতা'লার তরফ হইতে এই এলহাম হয় যে,—"তুমি মোহাম্মদ, মুসা ও ইসা"। হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) নিকট এই রিপোর্ট পৌছিলে একদা মস্‌জিদে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাস্তবিকই কি আপনার এরূপ এল্‌হাম হয় ?" সে উত্তর করে, "হাঁ হয়, যেমন আল্লাহতা'লা আপনাকে নূহ, মোহাম্মদ ও ইসা ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন, তেমনি আমাকেও তিনি এই সব নামে অভিহিত" করিয়াছেন। তিনি উত্তর করিলেন, "মিয়া, একথাও স্মরণ রাখিও যে, শয়তান মিথ্যা বলিয়া থাকে, কিন্তু খোদাতা'লা মিথ্যা বলেন না, তিনি সর্ব্বদাই সত্য বলেন; আল্লাহতা'লা যখন কাহাকেও মোহাম্মদ বলেন তখন কোরান-করীমের মাআরেফ বা তত্ত্বও তাঁহার নিকট উদ্ঘাটন করেন এবং তাঁহাকে এক 'নূর' বা জ্যোতিঃ প্রদান করেন এবং রসুলুল্লাহর (ছাঃ) মোজেজা বা অলৌকিক ক্রিয়ার ন্যায় তাঁহাকেও মোজেজা প্রদান করেন।

তিনি যখন কাহাকেও মুসা বলেন তখন তাঁহাকে মুসার ন্যায় মোজেজাও দেন। তিনি যখন কাহাকেও নূহ বলেন তখন তিনি তাঁহার শত্রুর ধ্বংসের উপকরণও সৃষ্টি করিয়া দেন। অতএব তোমার প্রতি যখন এল্‌হাম হয় যে, তুমি মুসা, ইসা ও নূহ তখন তাঁহাদের ন্যায় কোন বস্তুও তোমার লাভ হয় কি?" সে উত্তর করিল, "লাভ তো কিছুই হয় না, কেবল নামই লাভ হয়"। তখন হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) বলিলেন, "ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, শয়তান তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করে। খোদাতা'লার তরফ হইতে যদি হইত তবে নবীদের ন্যায় তোমার নিদর্শনও লাভ হইত; আমার মনে হয় শয়তান তোমাকে প্রতারণা করিতেছে। আল্লাহতা'লা কোরান-করীমে বলিয়াছেন যে, শয়তান প্রতারণা করে, কিন্তু খোদাতা'লা সত্য প্রতিশ্রুতি দেন।"

বস্তুতঃ নবীর উন্নতির যুগে এরূপ অনেক লোকই হয় যাহারা নবুওতের দাবীকে উন্নতির উপায় মনে করিয়া এরূপ দাবী করিয়া বসে। এইরূপ দাবী খোদার মামুর বা প্রেরিত-পুরুষের সত্যতার আত্মিক সাক্ষ্য স্বরূপ হয়। হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সময়েও এইরূপ দাবীর উদ্ভব হওয়ায় একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কতিপয় আত্মা হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) কৃতকার্য্যতা স্বীকার করিয়াছে, নতুবা এরূপ দাবী করিবার তাহাদের খেয়াল হইত না। এইরূপ কতিপয় দাবীকারকের বিজ্ঞপনাদি আমার নিকট পৌছিয়াছে। সম্প্রতি এক জন নবুওতের দাবীকারক অপর দাবীকারকের প্রতি আপত্তি উঠাইয়া বলিয়াছে—"তুমি খোদায়ী দাবী করিয়াছ এবং নিজকে খোদার 'মিছিল' (অনুরূপ) বলিয়াছ এবং লিখিয়াছ যে, এই উম্মতের মধ্যে খোদার নাম পাইবার বৈশিষ্ট কেবল তোমারই লাভ হইয়াছে।" এই আপত্তির জওয়াবে অপর দাবীকারক লিখিয়াছে, "এই দাবী তো আমি কেবল আহমদীদিগকে চুপ করিবার জন্যই করিয়াছি; কারণ তাহাদের মীরজা সাহেব লিখিয়াছেন—এই উম্মতে নবীর নাম পাইবার বৈশিষ্ট কেবল আমারই লাভ হইয়াছে।"

এই খোদায়ী দাবীকারকের দৃষ্টান্ত এইরূপ—এক সরদারের বাড়ীতে বিবাহ ছিল। এই উপলক্ষে সে অপরের নিকট হইতে বাসন-পিয়ালা আনিয়াছিল। এক বেকুফের নিকট হইতেও একটি পিয়ালা আনিয়াছিল। বিবাহের পর সকলের বাসন-পিয়ালাই ফিরাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু এই বেকুফের পিয়ালাটি ভুলক্রমে রহিয়া গিয়াছিল। কিছু কাল অপেক্ষা করিয়া এই বেকুফ পিয়ালা নিবার জন্য সেই সরদারের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ঘটনাক্রমে সরদার তাহার পিয়ালাতে শাক খাইতেছিল। ইহা দেখিয়া তাহার বড়ই রাগ হইল। সে সরদারকে বলিল, "ইহা তো বড়ই অন্যায় কথা, একে তো তুমি আমার পিয়ালা এখন পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দেও নাই, দ্বিতীয়তঃ ইহাতে শাক রাখিয়া খাইতেছ; আচ্ছা, আমিও কোন সময় তোমার পিয়ালা নিয়া তাহাতে পায়খানা রাখিয়া খাইব।"

এই খোদায়ী দাবীকারকও এইরূপই বেকুফ। যেহেতু মীরজা সাহেব দাবী করিয়াছেন, "এই উম্মতে নবীর নাম পাইবার বৈশিষ্ট কেবল আমারই" তাই সে জিদের বশবর্ত্তী হইয়া দাবী করিয়া দিল, "এই উম্মতে খোদার নাম পাইবার বৈশিষ্ট কেবল আমারই।" সে বরং সেই ব্যক্তির চেয়েও অধিকতর বেকুফ যে বলিয়াছিল, "আমি তোমার পিয়ালাতে পায়খানা রাখিয়া খাইব।" অবশ্য পায়খানা খাওয়াও অতি ঘৃণ্য কথা, কিন্তু তবু খোদায়ী দাবী করার ন্যায় ঘৃণ্য নহে।

এই বিজ্ঞাপনে আল্লাহ বা আল্লাহ্‌র মিছিল (অনুরূপ) হইবার দাবী সপ্রমাণ করিবার জন্য কতিপয় দলীলও পেশ করা হইয়াছে। একটি দলীল হইল এই যে, "আল্লাহ্‌তা'লা কোরান-করীমে বলিয়াছেন—ليس كمثله شيء — অর্থাৎ তাঁহার মিছিল-এর ন্যায় আর কেহই নাই। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, খোদাতা'লার এক জন মিছিল জরুর হওয়া চাই, এবং এই মিছিল-এর ন্যায় আর কেহ হইবে না।"

আমাদের দেশে কতিপয় ভ্রান্ত সুফীও আছে যাহারা এইরূপ খোদার মিছিল হওয়ার দাবী করে। তাই আমি এসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। এই সকল ছুফি সাধারণতঃ কৃষকগণের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করে। কৃষকগণকে যাইয়া এরূপ কথা বলে যাহাতে বোধ হয় যে, মানুষ খোদা বা খোদার মিছিল। আমি কয়েক বারই শুনিয়াছি যে, এই মসজিদেই একদা এইরূপ এক ব্যক্তি আসিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, "নামাজ তো খোদাতা'লা পর্য্যন্ত পৌছিবার উপকরণ মাত্র। অতএব খোদা-প্রাপ্ত ব্যক্তির নামাজের আবশ্যক কি? তীরে পৌছিয়া নৌকায় বসিয়া থাকার কি আবশ্যক?" এই প্রশ্নের জওয়াব আমি পূর্ব্বে কয়েক বারই বর্ণনা করিয়াছি, অতএব এখানে আর বলিতে চাই না।

যাহা-হউক এই সব লোকের ঈদৃশ খেয়ালের দরুণ আমি এসম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। কোরান-করীম এরূপ এক শক্তিশালী গ্রন্থ যে, কেহই ইহার ভ্রান্ত অর্থ করিতে পারে না। "ليس كمثله شيء" এর অর্থ এই ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ এই করিয়াছে যে, "তাঁহার (অর্থাৎ খোদার) মিছিল-এর ন্যায় আর কেহই নাই।" কিন্তু এই আয়েতের পূর্ব্বাপরের বর্ণনাই এই ব্যক্তির এই ভ্রান্ত খেয়ালকে রদ করিয়া দিতেছে। এই আয়েতের পূর্ব্ববর্ত্তী আয়েতে আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন—

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله - ذالكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب —

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌তা'লার তৌহীদ (একত্ব) সম্বন্ধে যখনি কোন এখতেলাফ বা মত-বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়, তখন স্মরণ রাখিও, মিমাংসা আল্লাহ্‌তা'লার এখ্‌তিয়ার বা অধিকারে থাকে। অর্থাৎ 'তৌহীদ' এমন কোন বস্তু নয় যাহার মীমাংসা মানব-বুদ্ধি করিতে পারে। 'তৌহীদ' সংক্রান্ত ব্যাপারে আল্লাহ্‌তা'লার মীমাংসা সুস্পষ্ট। তিনি তাঁহার গুণাবলী স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, তাঁহার 'শরীক' বা সমকক্ষ কেহ হইতে পারে কি-না।"

বস্তুতঃ, খোদাতালা এরূপ এক শক্তিশালী ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অস্তিত্ব যে, তাঁহার সমকক্ষ কেহ হইতে পারে না। তাঁহার সমস্ত কার্য্য হেকমত বা সুকৌশলে সম্পন্ন হয় এবং তাঁহার জন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক নাই, কারণ

তাঁহার গুনাবলী সুস্পষ্ট। কোন বান্দা যদি নিজের মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী দেখাইতে পারে—কেহ যদি নিজকে তাঁহার ন্যায় মুহ্‌য়ী (নিজে জীবিত এবং অপরের জীবন-দাতা) মুমীতু (মৃত্যুদাতা) কাহ্‌হার (শাস্তি-দাতা), জাব্বার (সর্ব্বশক্তিমান, প্রবল), ও আজীজ (সর্ব্বজয়ী) প্রমাণিত করিতে পারে তবে অবশ্যই আমরা তাহাকে খোদা মানিব। কিন্তু যদি সে এই সকল গুণের অধিকারী না হয়, তবে তাহার খোদা হইবার দাবী কেবল পাগলের প্রলাপ।

যে-ব্যক্তি খোদায়ী দাবী করে সে সকল প্রকার দোয়া বা প্রার্থনা করা হইতে বঞ্চিত থাকে। পক্ষান্তরে সত্য খোদার উপাসক যখন কোন বিপদে পতিত হয় তখন সে খোদাতা'লার দরগাহে অবনত হইয়া দোয়া করে। এইরূপ দোয়ার ফলে একে তো তাহার হৃদয়ের ব্যথা বাহির হইয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ তাহার এই শান্তনা লাভ হয় যে, তাহার এক খোদা আছেন যিনি তাহাকে সাহায্য করিবেন, এবং ঠিক মত দোয়া করিতে পারিলে জিন্দা খোদা সাহায্য করিয়াও থাকেন। কিন্তু যে নিজেই খোদা হইবার দাবী করে সে যখন বিপদে পতিত হয়—যথা তাহার স্ত্রী-পুত্র রোগাক্রান্ত হয়—তখন প্রবল ইচ্ছা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সে রোদন-ক্রন্দন করিতে লজ্জানুভব করে, কেননা সে নিজেই খোদা বা খোদার মিছিল হইবার দাবী করিয়াছে। সে নিজেই যখন সর্ব্বশ্রোতা, সর্ব্বদর্শী, জীবন-দাতা, মৃত্যুদাতা, আরোগ্যদাতা ইত্যাদি হইবার দাবী করে তখন সে নিজ স্ত্রী-পুত্রের অসুখের সময় কেমন করিয়া রোদন-ক্রন্দন করিবে! সে যদি তখন খোদার সাম্‌নে অবনত হয় তখন লোক তাহাকে উপহাস করিবে, এবং বলিবে, 'তুমি নিজেই খোদা হইয়া এখন কেন অন্য কোন খোদার নিকট মস্তক অবনত করিতেছ?"

অতএব আল্লাহতা'লা বলেন, "হে মোহাম্মদ (ছাঃ), তুমি বলিয়া দাও, এই আমার রাব্‌ (প্রভু), আমি তাঁহার উপরই ভরসা করি, বিপদের সময় তাঁহারই নিকট প্রণত হই।" খৃষ্টানগণ হজরত মসীহ আঃ-কে (অর্থাৎ যীশুকে) খোদা বলে, কিন্তু তাঁহাকে যখন ইহুদীগণ শূল-বিদ্ধ করিয়াছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"এলি, এলি, লিমা সাবাকতানী"—"হে মোর প্রভো! তুমি কেন আমাকে ছাড়িয়া দিলে?" হজরত মসিহ স্বয়ং অলুহিয়ত বা ঈশ্বরত্বের দাবী করেন নাই, তিনি নিজকে খোদার বান্দাই মনে করিতেন, তাই শূল-বিদ্ধ হইবার পরও তাঁহার মনে এই শান্তি ছিল যে, এখনো আমার জন্য আপীল করিবার আর একটি জায়গা আছে। তাই তিনি বড়ই বিনয়ের সহিত খোদাতা'লার নিকট আবেদন করিয়াছিলেন এবং খোদা-তা'লাও তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শূলি হইতে যদি তিনি রক্ষা নাও পাইতেন তবু তাঁহার মনে এই শান্তি ছিল যে, তাঁহার এক জন অভিভাবক আছেন যিনি হয়তো তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, আর না হয়, ইহার প্রতিদান তাঁহাকে পরকালে দিবেন। কিন্তু খৃষ্টানগণ এই উক্তিটি পাঠ করিয়া বড় ঘাবরাইয়া যায়, কেননা তাহারা তাঁহাকে খোদা মনে করে। তাহারা একথা ভাবে না যে, তাঁহার মধ্যে যদি খোদায়ী বা ঈশ্বরত্ব থাকিত এবং দুনিয়ার উপর তাঁহার ক্ষমতা ও অধিকার থাকিত তবে তিনি ফাঁসি-কাষ্ঠে অন্য কাহাকেও কেন ডাকিতেন, তিনি তো এক ফুৎকারে সকল শত্রুকে বিনষ্ট করিয়া দিতে পারিতেন।

বস্তুতঃ হজরত ঈসার (আঃ) এই আবেদন তাঁহার নিজের জন্য তো শান্তনা দায়ক ছিল, কিন্তু তাঁহাকে যাহারা খোদা মনে করে তাহাদের জন্য ইহা এক আজাব বা শাস্তি স্বরূপ।

অতএব আল্লাহতা'লা বলেন, "হে মোহাম্মদ! তুমি বলিয়া দাও, আমার রাব্‌ তো বিদ্যমান আছেন, আমি বিপদাপদে তাঁহারই শরনাপন্ন হই, তাঁহারই উপর আমার ভরসা, তাই আমার মনে কোন ঘাব্‌রাহাট বা ভয় নাই। আমি জানি আমার খোদা আমার জন্য যে-বিধান করিয়াছেন তদনুযায়ীই কার্য্য হইবে, তোমরা আমার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। তোমরা যখন আমার প্রতি অত্যাচার কর তখন আমি তাঁহারই সমীপে প্রণত হইয়া বলি, হে মোর রাব্‌! আমার উপর অত্যাচার হইতেছে। ইহাতে আমার হৃদয়ের উদ্বেগ বাহির হইয়া যায় এবং মনে এই শান্তি লাভ হয় যে, আমার খোদা নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করিবেন। কিন্তু তোমরা যাহাকে খোদার শরীক মনে কর তাহার কথা যখন পড় যে, তিনি নিজেই বিপদের সময় খোদাতালার নিকট দোয়া করিয়াছেন, ক্রন্দন করিয়াছেন, তখন তোমাদের মন কত সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে। আমার দোয়া তো আমার বিপদোদ্ধারের কারণ হয় কিন্তু তোমরা যাহাকে খোদা বলিয়া মান তাহার দোয়া তোমাদের মুখে চপটাঘাত করে। এইরূপে তোমাদের খোদা তোমাদের অপমান ও শাস্তির কারণ হয়। পক্ষান্তরে আমার খোদা হইলেন,—فاطر السموات والارض—আস্‌মান-জমিনের স্রষ্টা, তিনি matter ছাড়াই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদের খোদা হইলেন নিজেই সৃষ্ট; তোমাদের খোদাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, আপনার পিতা-প্রপিতামহের নাম কি, তবে তিনি নাম বলিয়া দিবেন; কিন্তু আমার খোদা আকাশ ও পৃথিবী এবং তন্মধ্যে যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি প্রত্যক বস্তুরই জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন—পুরুষের জন্য স্ত্রীকে, স্ত্রীর জন্য পুরুষকে জোড়া করিয়াছেন, তিনি পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকল প্রাণীরই জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া তোমাদের বংশ ও সম্পদ বৃদ্ধির উপায় করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং—لم يلد ولم يولد—তিনি কাহারো সন্তান নহেন এবং তাঁহারও কোন সন্তান নাই। কিন্তু মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য তিনি জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদ্বারা তাহাদের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মানুষের এই বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থাই একথার প্রমাণ করে যে, মানুষ খোদা হইতে পারে না, কারণ যে-বস্তু অপরের মুখাপেক্ষী উহারই বংশ বৃদ্ধির আবশ্যক, যে-বস্তু নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই লোপ পায় উহার জন্যই বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। যে-বস্তু নিজ প্রয়োজন কাল পর্য্যন্ত মজুদ থাকে উহার জন্য বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নাই। যতকাল পর্য্যন্ত মানুষের এই দুনিয়াতে থাকা দরকার ততকাল মানুষ জীবিত থাকিতে পারে না বলিয়াই মানুষের মধ্যে বংশ-বৃদ্ধির ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু

সূর্য্য-চন্দ্র ও পৃথিবী যতকাল তাহাদের থাকা দরকার ততকাল তাহারা বিদ্যমান থাকিবে বলিয়া তাহাদের মধ্যে কোন বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয় নাই। বস্তুতঃ যে-বস্তু শীঘ্রই 'ফানা' বা অবসান হইয়া যায় উহার জন্যই স্ত্রী ও সন্তানের আবশ্যক। পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ইত্যাদির জন্য স্ত্রী-পুত্রের আবশ্যক নাই। এবারকার গম বা ধান্য গত বৎসরের গম বা ধান্যের বংশধর। কোন গম বা ধান্য দশ-পনর বৎসরের অধিক জীবিত থাকিতে পারে না; হাজার বৎসর পর্য্যন্ত কোন গম বা ধান্য জীবিত থাকিতে পারে না, তাই ইহাদের সন্তান উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যে-বস্তু সর্ব্বদা স্থায়ী থাকে না উহার জন্যই সন্তানের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং এই সন্তান উৎপাদন কখনো পুরুষ-স্ত্রীর মিলনে, কখনো বীজ ও ভূমির মিলনে সাধিত হয়।"

এই কানুন বা নিয়মের কথা উল্লেখ করার পর আল্লাতা'লা বলেন—ليس كمثله شيء—খোদাতা'লার মিছিল কেহ নাই—অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত সৃষ্ট বস্তু যে-কানুনের অধীন, খোদাতা'লার উপর সেই কানুন জারি হইতে পারে না। অন্যান্য সমস্ত বস্তুই জোড়ার সাহায্যে উন্নতি লাভ করে, তাই অপরের মুখাপেক্ষী এবং ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তাহারা খোদা হইতে পারে না, কেননা তাহাদের মৃত্যুও হয় এবং অভাবও থাকে।

অতএব 'كمثله' শব্দের এই অর্থ করা যে, খোদার এক জন মিছিল বা অনুরূপ হইতে পারে বড়ই অজ্ঞতার পরিচায়ক। এই অর্থকারী লোকগণ যদি আরবী অভিধানের সামান্যও জ্ঞান রাখিত তবে তাহারা কখনো এরূপ অর্থ করিতে পারিত না। কোরান-করীম আরবী ভাষায় বর্ণিত, উর্দ্দু ভাষায় নহে। যদি উর্দ্দু ভাষায় হইত তবে ইহার অর্থ হইতে পারিত যে, তাহার মিছিল-এর মিছিল কেহ হইতে পারে না। এই আয়েতের এইরূপ অনুবাদ করা আর্য্যসমাজীদের এই উক্তির ন্যায় যে "কোরানের খোদা মক্কার' (অর্থাৎ প্রতারক), কেননা কোরান বলে—و الله خير الماكرين—(আল্লাহ শ্রেষ্ঠ মক্কার)।" উর্দ্দু ভাষায় অবশ্য মক্কার শব্দ মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আরবী ভাষায় ইহার অর্থ তদবীর-কারক। উর্দ্দু ও পাঞ্জাবী ভাষার মক্কারই এক এবং অরবী ভাষার মক্কারই এক। তদ্রূপ—ليس كمثله شيء—বাক্যের অর্থও এই নহে যে, ইহার মিছিল-এর মিছিল হইতে পারে না। আরবী ভাষায় কোন কথায় জোর দিবার জন্য কোন কোন অক্ষর অতিরিক্ত ভাবে ব্যবহৃত হয়। ک অক্ষরটিও এইরূপই। যদি এস্থলে ليس كمثله شيء হইত, অর্থাৎ مثل শব্দের সঙ্গে ک অক্ষর যুক্ত না হইত তবে ইহার অর্থ হইত "খোদার কোন মিছিল নাই", কিন্তু ک যুক্ত হওয়াতে অর্থ হইল—"খোদাতা'লার মিছিল হওয়া তো দূরের কথা, মিছিল হইবার নিকটেও কেহ পৌঁছিতে পারে না"।

মোটকথা ک অক্ষর মিছিল হওয়া প্রমাণ করে না বরং তাহা স্পষ্ট অস্বীকার করে এবং জোরের সহিত অস্বীকার করে। এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, খোদার পূর্ণ মিছিল হওয়া তো দূরের কথা, কেহ তাঁহার কোন একটি গুণেরও মিছিল হইতে পারে না। কেবল যে তাঁহার ন্যায় ছামী (সর্ব্ব-শ্রোতা), বাছীর (সর্ব্ব-দ্রষ্টা) মুহয়ী (জীবন-দাতা), মুমীত (মৃত্যুদাতা) ও কুদ্দূস (পবিত্র) ইত্যাদি সর্ব্ব গুণ-বিশিষ্ট কেহ হইতে পারে না, তাহা নহে, বরং তাঁহার কোন একটি গুণের অনুরূপও কেহ হইতে পারে না। অন্যান্য সমস্ত গুণের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল তাঁহার 'ছামী' (সর্ব্ব-শ্রোতা) গুণই যদি ধরা যায় তবে তাঁহার ন্যায় ছামী-ও আর পাওয়া যাইবে না। অতএব ليس كمثله شيء বাক্যের অর্থ এই যে, সমস্ত গুণের অনুরূপ হওয়া দূরের কথা, কোন এক গুণের অনুরূপ হওয়াও অসম্ভব। এই আয়েতের পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, খোদাতা'লার কোন 'মিছিল' বা অনুরূপ হইতে পারে না এবং অতঃপর খোদাতালার অনেক গুণ বর্ণনা করার পর বলা হইয়াছে—ليس كمثله شيء—যদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, এস্থলে তাঁহার গুণাবলীর مثل বা অনুরূপ হওয়া অস্বীকার করা হইয়াছে, ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। পরের কথা দ্বারাও ইহা আরো সপ্রমাণ হয়। পরে বলা হয়াছে—و هو السميع البصير—অর্থাৎ কেহ তাঁহার গুণাবলীর অনুরূপ হওয়া কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে, অন্যান্য গুণাবলীর কথা ছাড়িয়া দাও, কেবল ছামী ও বাছীর গুণের কথাই ধর, খোদার ন্যায় কেহ ছামী ও বাছীরও হইতে পারে না। এই খোদায়ী দাবীকারকগণ নিদ্রিত থাকে এবং পাশেই স্ত্রী কষ্টে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, অথচ তাহাদের খবরই থাকে না, যে-পর্য্যন্ত-না স্ত্রী চীৎকার করিয়া উঠে। তাহাদের সন্তানের প্রাণ নির্গত হইতে থাকে, তাহাদের কোন খবরই থাকে না। কিন্তু খোদা ছামী ও বাছীর, তিনি অণুপরমাণুর এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়েরও খবর রাখেন। দুনিয়াতে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক আছেন যাঁহারা খোদাতা'লার ছামী ও বাছীর অর্থাৎ সর্ব্ব-শ্রোতা ও সর্ব্ব-দ্রষ্টা হওয়ার প্রমাণ পাইয়াছেন। এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রী-পুত্র ও বন্ধু-বান্ধব হইতে গোপন রাখিয়া খোদাতালার নিকট এক আবেদন জানায় এবং খোদাতা'লা আকাশ হইতে তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া দেন।

এইরূপ ছামী ও বাছীর কি কোন মানব হইতে পারে? খোদা বা খোদার মিছিল হইবার দাবীকারকের সম্মুখে কেহ কাহারো কাণে-কাণে কোন কথা বলিলে তাহাও সে শুনিতে পায় না। খোদা বাছীর—তিনি সর্ব্বদর্শী, যেখানেই যে-বস্তু লুক্কায়িত থাকুক না কেন তাহা তিনি অবগত আছেন। যে-খানেই যে-বস্তু আছে উহার তিনি খোরাক পৌঁছাইতেছেন। বর্ষাকালে কোটি কোটি কীট-পতঙ্গ সৃষ্টি হয়, কিন্তু সকলকেই তিনি খাদ্য পৌঁছাইতেছেন। কোথাও বৃক্ষের শিকরের নীচে মাদাইলের দল থাকে, কোথাও মাটীর নীচে লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা থাকে, কিন্তু খোদাতা'লা সকলেরই খোরাক নিজ নিজ জায়গায়ই পৌঁছাইয়া দিতেছেন। খোদা বা খোদার মিছিল হইবার দাবীকারী কোন মানব কি এরূপ 'বাছীর' হইতে পারে? খোদাতা'লা বলেন, আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁহার নিকট।

খোদা হইবার দাবী-কারকের কথা দূরে থাকুক, যাহাদিগকে লোক খোদা বলিয়া মানে তাহারাও দুনিয়াতে বিপদ-গ্রস্ত হয়। হজরত মসিহকে (আঃ) লোক খোদা বানাইয়াছে, কিন্তু ইহুদীগণ তাঁহাকে শূল-বিদ্ধ করে। হজরত ইমাম হুসেনকে (রাঃ) কেহ কেহ খোদা বলে, কিন্তু তিনি কারবালায় শহীদ হন। এই যুগে বাহাউল্লা খোদা হইবার দাবী করিয়াছিল, সে কারাগারেই প্রাণ হারাইয়াছে এবং যে-ব্যক্তির কথা এখন আলোচনা করিতেছি সেও কারারুদ্ধ আছে। কিন্তু খোদাতা'লার নিকট আকাশ ও পৃথিবীর চাবী রহিয়াছে, তাঁহাকে কয়েদ করা তো দূরের কথা তাঁহার বান্দাকেও কেহ কয়েদ করিতে পারে না।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বিপদের সময় অন্যকেও দোয়া করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। পাদরি মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমার সময় তিনি ঘরে সকলকেই দোয়া করিতে বলিয়াছিলেন, আমাকেও বলিয়াছিলেন। আমি তখন নয় দশ বৎসরের বালক ছিলাম। আমি দোয়া করিলাম এবং রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিলাম, তাঁহার মর্ম্ম এই যে, পুলিস হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) তাঁহার বাড়ীর এক স্থানে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার সামনে জ্বালানিকাষ্ঠের এক স্তূপ জমাইয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দিতেছে। আমি এই দৃশ্য দেখিয়া স্বপ্নেই ভীত হইয়া পড়ি এবং সেই সিপাহীকে তথা হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করি, কিন্তু অপর সিপাহীগণ আমাকে বাধা দেয়। এমন সময়ে উর্দ্ধদিকে আমার দৃষ্টি পড়ে এবং মোটা অক্ষরে একটি এবারত বা বাক্য লিখিত দেখি, তাহা এই—"খোদার বান্দাকে কে জ্বালাইতে পারে?" অতঃপর দেখি সেই সিপাহী স্বয়ংই সেই জ্বালানী-কাষ্ঠ সড়াইয়া দিয়াছে, বা তাহা নিজেই সড়িয়া পড়িয়াছে এবং হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) বাহিরে তশরিফ নিয়া আসিলেন। সুতরাং খোদাতালার উপর কোন তকলিফ বা কষ্ট আসা তো দূরের কথা, তিনি তো তাঁহার বান্দাদের উপরও এরূপ কষ্ট আসিতে দেন না। কিন্তু মিথ্যা খোদায়ী দাবীকারকদের উপর এরূপ বিপদ আসে যাহা তাহাদের দাবীকে বাতেল করিয়া দেয়।

খোদা বলেন, তিনি জগতকে 'রিজিক' বা আহার্য্য প্রদান করেন। কিন্তু এই দাবীকারীগণ তো নিজেরাই খাদ্য ও পানীয়ের মুহ্‌তাজ বা মুখাপেক্ষী, অপরকে দিবে কোথা হইতে? অতএব তাহারা খোদা হইবে কেমন করিয়া? অতঃপর খোদা বলেন—তিনি সর্ব্বজ্ঞ, কোথায় কি আছে, তিনি সবই জানেন। কিন্তু মানুষ তাহার পায়ের নীচে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ধন বা খনি লুক্কায়িত থাকিলেও তাহা জানিতে পারে না। পক্ষান্তরে খোদা সবকিছুই জানেন। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, কোন মানব খোদা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কোন মানব খোদা হইতে পারে না, বা খোদার কোন একটি গুণেরও মিছিল বা সদৃশ হইতে পারে না।

পরজগৎ*

[জনৈক আহমদী]

পরজগতের স্বরূপ কি এই বিষয় ধরিয়া যুগ-যুগান্তর নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা ও গবেষণা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে নানা মণিষী নানা মত ব্যক্ত করিতেছেন। প্রত্যেকেই পরজগতের চিত্র বিভিন্ন রূপে অঙ্কন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলে বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে পরজগতের সম্পর্কে নানা বিচিত্র ও অদ্ভূত মতের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এই মত-সমূহ অধিকাংশ স্থলেই ভ্রমসঙ্কুল ও কল্পনা-প্রসূত ও তজ্জন্য অলীক ও অপ্রমাণেয়। কিন্তু এই জন্য এই সকল সুধীজনদিগকে বেশী দোষ দেওয়া চলে না। ক্ষণভঙ্গুর মানবের পক্ষে পরমার্থিক চিন্তা করা কতক আয়াস সাধ্য ও কতক এক তরফা। যেহেতু এই জগতে অধিকাংশ মানুষই অন্তর্দৃষ্টি বিরহিত ও তাহাদের অভিজ্ঞতা ইহজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবং যেহেতু মানুষ এই ক্ষণভঙ্গুর জগতের মায়াপাশে ও মায়াজালে আবদ্ধ কাজেই তাহার পক্ষে পরমার্থিক জগৎ সম্বন্ধে ধারণা করাও অর্ব্বাচীনতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কাজেই যে ব্যক্তি তাহার শিশুসুলভ সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধি লইয়া এই পরমার্থিক অসীমের সন্ধানে বহির্ভূত হয় সে-ব্যক্তি বাস্তবিক কৃপার পাত্র। হইতে পারে যে, তাহার দর্শন শাস্ত্রে অগাধ অধিকার আছে, পার্থিব জ্ঞান সমুদ্রের সে অতুলনীয় অধিকারী, কিন্তু তাহার সকল ব্যুৎপত্তি, সকল পাণ্ডিত্য, সকল বিদ্যাবত্তা তাহাকে অধিক হইতে অধিকতর অনিশ্চয়তা ও সন্দিগ্ধতার দিকে লইয়া যাইবে, এবং সতেজ পরমার্থের সন্ধান তাহাকে কখনও দিবে না। অবশ্য পরজগৎ বিষয়টী এমনই সূক্ষ্ম ও জটিল যে, এ সম্বন্ধে কল্পনা ও ধারণার কোন প্রকার সীমাই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। যত কিছু চিন্তা ও সিদ্ধান্ত সবই সত্য অথবা সবই অলীক। যেহেতু পরজগৎ কোন ব্যক্তি-বিশেষের চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না, কাজেই সে সম্বন্ধে যতকিছু গবেষণাই হউক না কেন, আপাততঃ সেগুলিকে অপ্রমাণেয় বলিয়া ধরা হইবে। কাজেই পরজগত সম্বন্ধে সঠিক ও নিখুত চিত্র অঙ্কন করিতে কেহই সক্ষম হইবে না। প্রকৃত কথা এই যে, পরজগতের সঠিক সংবাদ দেওয়া দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের সম্ভবপর নহে যেহেতু ইহা তাহাদের অভিজ্ঞতার বাহিরে, কারণ পার্থিব জড় পদার্থের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক অতি কম। দার্শনিকদিগের মতে, যেহেতু পরজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা দুঃসাধ্য তজ্জন্যই তর্ক দ্বারা ইহার সত্তা নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব। কেবল তাহাই নহে ধর্ম্মজগতের বিপর্যায় ও অবনতির দিনে এই পরজগতের

* কাদিয়ানের ইংরাজী Review of Religions (Aug. 1915) হইতে অনুদিত।

সমস্যা সমাধান করা আরো আয়াস-সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

ধর্ম্মগুরুদিগের অবস্থা কিন্তু স্বতন্ত্র। যেহেতু তাঁহারা পরমপিতার সান্নিধ্য লাভে গৌরবান্বিত ও ঐশীবাণী দ্বারা আপ্যায়িত ও কৃতার্থ হয়েন কাজেই তাঁহাদের উক্তি ও বক্তব্য বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য। এই সকল ভাববাদী পুরুষগণ দিব্য-দৃষ্টি-সম্পন্ন, কাজেই পরজগতের বহু তথ্য ও সিদ্ধান্ত তাঁহাদের অকাট্য যুক্তির উপর সংস্থাপিত। কাজেই যে পরের সন্ধান তাঁহারা আমাদিগকে দেন তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য। কিন্তু যাহারা দিব্যদৃষ্টি বিরহিত এবং যাহাদের উক্তি, প্রমাণ ও যুক্তি সাপেক্ষ নহে, তাহারা অন্ধকারে হস্তবিক্ষেপের ফলে প্রকৃত মুক্তির সন্ধান কোন ক্রমেই পায় না।

অধিকাংশ সুধীবৃন্দের মতে পর-জগতে কেবল আত্মাই প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ। দেহের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত যে কতদূর হৃদয়-গ্রাহী ও বিচার-সঙ্গত তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। তাহারা ভুলিয়া যান যে, দেহ-হীন আত্মা কোন দিন কোন কাজ করিতে সমর্থ নহে। তদ্রূপ আত্মাহীন দেহও কোন প্রকার কাজ করিতে অপারগ, তজ্জন্য পঙ্গু। কেবলমাত্র দেহ ও আত্মার যুগপৎ ও যুগ্ম কর্ম্মিরাই মানুষের জীবনীশক্তি আনিয়া দেয় ও তাহাদের অন্তঃকরণে কর্ম্মস্পৃহা জাগরূক করিয়া দেয়। হইতে পারে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই আমার অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু সেরূপ জীবনীশক্তি বিরহিত অস্তিত্বের মূল্য বেশী নয়। জীবনীশক্তি ও আত্মানুভূতিই মানুষের জীবন ধারণের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। ইহাদের অভাবকেই মৃত্যু বলা হয়। যদি পরলৌকিক জীবন, অচেতন ও আত্মানুভূতি বিবর্জ্জিত হয় তবে সে জীবনের মূল্য কি? আমাদের মতে এরূপ জীবন থাকা না থাকা উভয়ই সমান। কিন্তু যদি আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লই যে, পরলৌকিক জীবন আমাদের ইহজীবনের সমগুণবিশিষ্ট ও সমপ্রকৃতি সম্পন্ন তবে আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে হয় যে, পরজগতেও মানুষের দেহ ও আত্মা যুগপৎ ও সমভাবে বিদ্যমান থাকিবে। এস্থলে পরপারের দেহ-বিশিষ্ট প্রকৃত সত্তা ও স্বরূপ বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে, তবে বোধ হয় এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরপারে আত্মার পক্ষে চৈতন্য ও অনুভূতি লাভ করা অতি সহজ সাধ্য নহে।

কেবল যে কোরাণ শরীফই পরজগতের বার্ত্তা আমাদিগকে দিয়াছে তাহা নহে, ইহা ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্ম শাস্ত্রেও পরজীবনের বিষদ ব্যাখ্যা বর্ত্তমান আছে। এই সকল শাস্ত্রীয় বিবরণ ও কোরাণ শরীফের বিবরণে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে।

কোন কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে কথিত আছে যে, মানুষের পরজগতেও ইহ-জগতের সর্ব্বপ্রকার জাকজমক ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিবে। উক্তিটী প্রমান-সাপেক্ষ নহে। আত্মচৈতন্য ও আত্মানুভূতি অর্থ ই দেহের সমাগম এবং এই চৈতন্য ও অনুভূতি না থাকিলে মানুষ কোন কালেই পূর্ণায়তন মনুষ্য নামের দাবী করিতে পারে না। ব্যক্তিত্ব (Individuality) অর্থ কতক-গুলি নিজস্ব গুণের সমাবেশ। এই গুণ নিচয়ের সামাবেশের অভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু থাকে না। মানুষের এই ব্যক্তিত্ব (অর্থাৎ নিজস্ব গুণের সমাবেশ) পর-জগতেও থাকিবে। কাজেই এই ব্যক্তিত্ব-বিহীন নিষ্কর্ম্ম জীবন আমাদের ধারণারও অতীত। কাজেই, হয় আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, মৃত্যুর পর পারে অন্য কোন জগৎ নাই, এই মর জগতেই মানুষের "আদি ও অন্ত" অথবা স্বীকার করিতে হইবে যে, মৃত্যুর পর পারেও এক অনন্ত জগতের অস্তিত্ব আছে যেখানে মানুষ সশরীরে সর্ব্বগুণ সমন্বয়ে পূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের সহিত বাস করিবে। কাজেই এ কথা আমাদিগকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ স্বরূপ ধরিয়া লইতে হইবে যে, পর-জগতেও মানুষ তাহার নিজস্ব স্বরূপ সহকারে অবস্থান করিবে। অতএব আত্মচেতনা ও আত্মানুভূতি সহকারে পরজগতে জীবনধারণ করা একেবারে স্থির নিশ্চয়।

একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, জ্ঞান আত্মার এক প্রধান বৈশিষ্ট। মানব ইহ-জগতে যে জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জ্জন করে তাহা ক্রমশঃ তাহার মন ও শরীরের অংশীভূত হইয়া যায়। জ্ঞান ও বিদ্যাকে শরীর ও মন হইতে বিচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করাও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। ইহা হইতে প্রমাণ হইবে যে, মানুষ ইহ-জীবনে যে আত্ম ও পরজ্ঞান (Subjective and Objective) জ্ঞান লাভ করে-উহা তাহার দেহ ও মনের অংশ বিশেষে পরিণত হয় এবং পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ঐ সকল জ্ঞানরাশি পূর্ণভাবে লাভ করিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

প্রার্থনা *

সকল প্রসংশা তোমারি তরে
হে বিশ্বজগত পতি,
না চাহিতে কত করিয়াছ দান
হে দয়াময়, মহামতি।
বিগলিত চিতে করি তব উপাসনা
হে বিচার দিনের স্বামী,
তোমারি সকাশে সাহায্য প্রার্থী
তোমারি করুণা কামি।
চালাও মোদেরে হে মহা চালক
সহজ, সরল পথে,
যে পথে চলিয়া তব প্রিয়জন
মিলিয়াছে তব সাথে।
যে পথে চলিয়া বিপথগামীরা
লভি'ছে তব অভিশাপ,
যে পথ বহিয়া অত্যাচারিরা
বিশ্বে এনেছে অনুতাপ;
সে বিপথ হতে দূরে রাখ প্রভু
তব পদে করি মিনতি,
ভুল করে যেন ভ্রমিনা সে পথে
দাও হে মোদেরে সুমতি।

এ, কে, মহিউদ্দিন—সরাইল

---

* সুরা ফাতেহা অবলম্বনে রচিত।

রুহানী দুনিয়া

তারপর আল্লাহ্‌র আজাব আরও ব্যাপকভাবে শুরু হইল। বনি-আদমের ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তারপর বেহেস্তের ফেরেস্তাগণ দুনিয়ার আনছারদের নিকট নাজেল হইতে লাগিল। দুনিয়ার বনি-আদমের একমাত্র নেগাহ্‌বান দ্বীনের খলিফা আনছারগণকে (ধর্ম্ম-সেবকগণকে) নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—আনছার দল, তোমরা দুনিয়ায় মজহবের (ধর্ম্মের) জরুরত বুঝিয়ে দাও, তা নাহলে দুনিয়ার আর নিস্তার নাই।

অতঃপর এক নগণ্য আন্‌ছার (ধর্ম্ম-সেবক) বোমা-বিধ্বস্ত এক সহরে উপস্থিত হইল এবং গর্ত্তে আশ্রিত সহরবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ভ্রাতৃগণ,তোমরা মজ্‌হব অবলম্বন কর, তা' না হলে আল্লাহ্‌র আজাব হইতে কখনও নিষ্কৃতি পাইবে না। শুনিবা মাত্র সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং আন্‌ছারকে জিজ্ঞাসা করিল, বল আন্‌ছার, মজ্‌হাব কি কোন এন্টি-এয়ার ক্রেফ্‌ট্‌ কামানের (A.A. Gun) নাম, নাকি চিরকালের সেই গোড়ামীটাই ? যদি তাহাই হয় তবে সেই মজ্‌হবের আবশ্যক কি? তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিল এবং হাঁপাতে হাঁপাতে বলিল, বন্ধুগণ। শীগ্‌গীর আস, আমার পিতা মাষ্টার্ড গ্যাসে আক্রান্ত হইয়াছেন, শীঘ্র তাঁহাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা কর।

তখন আনছার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিল—তোমার পিতা কে? সে ব্যক্তি বলিল—আমার পিতার নাম 'জন ফ্রেডারিক হোপ্‌'। তারপর আন্‌ছার বলিল, বাঃ ডক্টর ফ্রেড্‌রিক হোপ একজন বিখ্যাত প্রফেসার বলিয়া আমরা সকলেই জানি, তুমি তাঁহাকে তোমার পিতা বলিয়া জানিয়াছ কেমন করিয়া? তখন সেই ব্যক্তি রাগে আগুণ হইয়া তাঁহার পরম পিতাকে জানিয়াছিলেন কেমন করিয়া? আন্‌ছার বলিল, যীশু ত মজ্‌হবী লোক ছিলেন। তখন সকলেই বুঝিতে পারিল—হাঁ, মজ্‌হবই পিতাকে চিনিয়ে দেয়।

তৎপর আনছার বলিতে লাগিল—মজহব পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশী ও সুদূরবাসী পর্য্যন্ত সকলের প্রতি এক অটুট্‌ সম্বন্ধের সৃষ্টি করে এবং মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাত্রার এক সটান সরল পথ আবিষ্কার করিয়া দেয়। মজহবী মানুষ তখন পথ চলিতে চলিতে পরিশেষে তহার পরম পিতা বিশ্ব-স্রষ্টার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়। অ-মজহবী মানুষের কোনও পথ নাই। অ-মজহবী মানুষ পশুর সমান।

তৎক্ষণাৎ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া সকলে বলিয়া উঠিল, আরে থাম, থাম, আর এগিয়ে না! মানুষ পশুর সমান। পশুরা কি গর্ত্ত খুড়ে চলে? পথ ধরে চলে না? তারপর আন্‌ছার ধীর ভাবে উত্তর করিল, ভ্রাতৃগণ! পশুরা নিশ্চয়ই পথ-ধরে চলে না এবং অ-মজহবী লোকেরাও সেই রকম। কেননা মানুষের রাজাই রাজ-পথ তৈয়ার করিয়াছে। পশুরাজ সিংহ কখনও পশু-পথ কিম্বা পশুরেল-পথ তৈয়ার করে নাই। পশুদের বনে কখনও কোনও পথ ছিল না। মানুষেরাই পশুদের বনে পথ-তৈয়ার করিয়াছে। মজ্‌হব বা পথ-তৈয়ার করা মানুষেরই বিশেষত্ব।

তারপর সকলে হাসিয়া বলিল, আচ্ছা মানুষে পশুতে তাহা হইলে এই মাত্র তফাৎ! তখনই আনছার বলিল, খবরদার! তোমরা কি কোনও পশুকে কখনও হাসিতে দেখিয়াছ? তোমরা নিশ্চয় জেনে রাখ মানুষের সৃষ্টি-কর্ত্তা সমূহ ভূমণ্ডলের পবিত্র আলো এবং তিনি মানুষকে আপনার অনুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই মানুষ জীব-শ্রেষ্ঠ এবং তারই জন্য মানুষ ইচ্ছা করিবা মাত্র সেই আলো তাহার মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়। মানুষ ইচ্ছা-চালিত, হাসি-বিজড়িত, সুখ-সঞ্চালিত (Willing Creatures) জীব।

তারপর তাহারা শান্তভাবে বলিল, আচ্ছা All Clear আওয়াজ পড়িয়াছে, আমরা তা'হলে এখন কারখানায় যাই। কেননা মজহবের কথা শুনে এরোপ্লেন প্রস্তুত করা যাবে না। এরোপ্লেন তৈয়রী কারখানাতেই হয়।

অতঃপর আন্‌ছার গম্ভীর ভাবে নিবেদন করিল, দেখ, তোমরা মজ্‌হবীগণের তৈয়রীকরা পথ চলিতে চলিতেই এতদূর আসিয়া পৌছিয়াছ। স্মরণ কর, আদি মানুষের কথা। ছয় সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে আদি মানুষ এক স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছিল একদিকে আকাশস্পর্শী প্রস্তর স্তূপিকৃত বন্ধুর পর্ব্বত, অপরদিকে মহা সমুদ্রের পাহাড় সম ঢেউ, আবার অন্যদিকে প্রজ্জলিত মরুভূমি, অপরদিকে গভীর বন জঙ্গল এবং তাহাতে প্রকাণ্ড হিংস্র পশু। তখন মাঝখানে অসহায়, নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া সেই মানুষ।

তারপর আল্লাহ্‌র এক নবী আসিয়া বলিল, 'ফাজ্‌হাবু'। মানুষ সেই সাড়ায় পথ খুঁজিয়া পাইল এবং চলিতে লাগিল। তারপর আপন খাদ্যের সন্ধান পাইয়া জীবন রক্ষার বন্দোবস্ত করিল। আজ সেই পথ চলিতে চলিতে মানুষ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং মজহব মানুষের পরিবার, সমাজ, শাসন-নীতির (Government) সুবন্দোবস্ত করিয়া মানুষের প্রভূত সুখের ছামান করিয়াছে। মানুষের রাজা রাজাসনে ও তাঁহার রক্ষীগণ স্ব স্ব স্থানে মজহবের কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে এবং মানুষ মানুষের অত্যাচারের ভয় হইতে মুক্ত হইয়া শারিরীক আবশ্যকতার (অর্থাৎ পশু পরিমাণ) উপরে মানসিক চিন্তার কর্ম্মধারায় নিজদিগকে অতি নিরাপদে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছে। মজহবের অভাবে তাহা অসম্ভব।

তারপর আন্‌ছার বলিল, মজহবের বাণী—কোরআনেই অসংখ্য শক্তি উৎসের সন্ধান রহিয়াছে। ছয় সাত হাজার বৎসরের অধ্যবসায়ে মানুষ মাত্র দুই তিনটি শক্তিরই সন্ধান পাইয়াছে—যথা চিন্তা-শক্তি (Philosophical power), বাষ্পীয় শক্তি ও বৈদ্যুতিক শক্তি (Power of phisical science) এবং তারই অভিমানে মানুষ পৃথিবীতে কি বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে!

রুহানী শক্তির নিকট ও-সব শক্তি কিছুই নয়। কোরআণ রুহানী-শক্তির উৎস। কল-কারখানার স্থূল জিনিষ কোরআনে থাকিবে কেন! ইচ্ছা-চালিত জীব মানুষ (willing creature) ইচ্ছা করিলেই অন্ততঃ একটা কল-কৌশল তৈয়ার করিতে পারে। তবুও কিন্তু মজ্‌হবের শৃঙ্খলা ও বন্ধনের (Protection) একান্ত দরকার।

যেহেতু মানুষ ইচ্ছা-চালিত জীব মানুষ একটু সিদ্ধিতেই অভিমানে ও অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া লম্ফ ঝম্ফ করিতে থাকে এবং তখনই তাহাদিগকে পথে বা মজ্‌হবে আনিবার জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র একজন নবী আসিয়া থাকেন এবং পথে আস, পথে আস, বলিয়া মানুষকে আহ্বান করেন। আহ্বানে সাড়া না দিলেই মানুষ আল্লাহ্‌র আজাবে পতিত হয়। কেননা মানুষ এবং জিনকে আল্লাহ্‌ তাঁহার অভিপ্সিত কাজের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। (willing and planning creatures)। অন্যান্য পশুগণ সহজাত প্রবৃত্তি বিশিষ্ট (instinctive creatures)। সুতরাং মানুষের জন্যই আল্লাহ্‌তালার অভিপ্সিত ((willed and planned work) কাজের পথ বা মজহব।

তারপর তাহারা প্রশ্ন করিল, এবার আল্লাহর আজাব এইরূপ ব্যাপক ভাবে হইবার কারণ কি? আনছার উত্তর করিল, তোমরা কি রছুলুল্লাহ্‌র হাদিস শোন নাই যে, ইমাম মাহদী আঃ আসিয়া পৃথিবীর সব শূকর বধ করিয়া ফেলিবেন। শূকর বিপথে চলার চরম-পন্থি জানোয়ার। ইহারা পথ ছাড়িয়া ঘুঁৎ ঘুঁৎ করিয়া বিপথে চলিতে থাকে, ভয়ানক তাড়া না খাইলে কখনও পথে আসিবে না। শূকরতুল্য বিপথগামীদের নিঃশেষ করাই ইমাম মাহদীর কাজ। কেননা মানবজাতির এই শেষ পর্য্যায়ে মজহব পূর্ণ বা কামেল হইবে। আনছার এই কথা বলিতেই A. R. Warning এর ধ্বনি শোনা গেল আর অমনি সকলে Shelter-এ প্রবেশ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

—মতিন।

রবীন্দ্র প্রয়াণে প্রার্থনা

রহমানের এক পিয়ারা ছেলে
নাম ছিল তার রবি,
সুরের শূন্য উজল করিয়া
ফুটেছিল তা'র ছবি।

ভোরের রোদের রেশমী রেখায়
লিখা হ'ত তা'র লেখা
হাসির শিশুরা পাইত তাহার
ভাষার কমলে দেখা।

মূক বাঙ্গালীরে শিখিয়েছিল সে
কহিতে সহজ কথা
বাজিয়েছিল হৃদয়ে তা'দের
নিখিলের সে-বারতা।

পোড়া বাঙ্গালীর অসার হৃদয়ে
বিশ্ব-প্রেমের ধারা
রবীর বাণীতে আনিতেছিল
ভেঙ্গে আঁধার কারা।

সুর, সুন্দরের, সুখের ধারায়
রহমান রেখে তা'রে
দেখিয়েছিল বিশ্বের প্রেমের
আলোক বারে বারে।

হে রহমান তব "নাস্তায়ীনী"
সুস্থ মদদ মাগি—
ভোরের আজান শুনিয়ে জীবের
উঠুক জীবন জাগি!

সুর দাও যদি রহ্‌মান কারেও
শকতি দিও গো তা'রে
তোমার ভালবাসাতে আপন
কোর্‌বাণ করিবারে!

সে হবে ভীরু যদি সে বাজায়
বাসনার উদাস বাঁশী
ভীমনাদে যদি তাড়াতে না চায়
জামানার তিমির রাশি।

বাসনার রেখা বিবিধ বরণের
কামনার নানা সুর
ভীরুতার চিতে চেতনা জাগায়
ভীরুতা করে না দূর।

সুন্দর শুধু পুষ্পেরই রেণু
শক্তি আকাশ-বাণী
শক্তি-সুন্দর মিলনেই সৃষ্টি
সৃষ্টির রাজা-রাণী।

হে রব্‌ তুমি রবীন্দ্রের বীণা
চাওনি সঙ্কোচিত
রনজয়ী সুর দাও তাতে হউক
'মৃত্যু' পরাজিত।

জয় ভগবান! এই ভারতেই
এসেছিল সুর-কবি
এই ভারতেই এসেছে মানবের
শক্তি-সাধনার নবি।

খুলে দাও তবে বিশ্ব-মানবের
কঠিন হৃদয় দ্বার
ভারতের আলো, আপলিয়া নিক,
মুক্তির সমাচার!

—মতিন

জগৎ আমাদের

উত্তর বঙ্গে তবলীগ (প্রচার)

মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব—মোবাল্লেগ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া—জানাইয়াছেন যে, তিনি বিগত ১৪ই জুলাই হইতে ১৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত পাবনা, খলিসাদহ, নাটোর, বগুড়া ও গাইবান্ধা ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করিয়া তবলীগ করিয়াছেন। পাবনা হইতে এক দিন বারেরা, আর এক দিন বাবু অনুকুল ঠাকুরের আশ্রমে যাইয়া তবলীগ করিয়াছেন; খলিসাদহ হইতে বেড়া যাইয়া তবলীগ করিয়াছেন। বগুড়া হইতে দিগদাইর ও দুপচাঁচিয়া গ্রামে যাইয়া তবলীগ করিয়াছেন। বগুড়া বার লাইব্রেরীতে বসিয়া কতিপয় হিন্দু-মোসলমান ভদ্র-লোকের সঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টা আহমদীয়ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। দুপচাঁচিয়ার জনৈক হাজী সাহেবকে তবলীগ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তথাকার হাই স্কুলের মৌলবী সাহেবকেও তবলীগ করিয়াছেন। গাইবান্ধার জনৈক মোসলমান মুন্‌সেফ, হাই স্কুলের এক জন মাষ্টার, ট্রেনিং স্কুলের কয়েকজন ছাত্র এবং থানকার পীর সাহেবকে তিনি তবলীগ করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা তাঁহার তবলীগে বরকত বা সুফল দিন!

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় বিশেষ পরামর্শ সভা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আগামী বাৎসরিক জলসা বা সম্মেলনের বিষয় আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য প্রাদেশিক আমীর মহোদয় ১৫ই আগষ্ট তারিখে ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়াতে জলসার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির একটী পরামর্শ-সভা আহ্বান করেন। তাহাতে তিনি স্থানীয় আঞ্জোমন সমূহের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী মহোদয়গণকে নিমন্ত্রিত করেন। প্রাদেশিক আমীর—খানসাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব বি-এ, বি-টি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফরউদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদিম সাহেব বি-এ, বি-এল ও স্থানীয় শাখা আঞ্জোমন সমূহের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবগণ উক্ত সভায় যোগদান করেন। খোদাতা'লার ফজলে সভা খুব সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে এবং তাহাতে সম্মেলন সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ গৃহীত হইয়াছে এবং আগামী ২রা, ৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর জলসার তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

তুরস্কের অর্থনৈতিক উন্নতি
বিক্রয় বাণিজ্যের সুবিধা

তুরস্কের চতুর্দ্দিকে যুদ্ধের অবস্থা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা তুরস্কের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ত্তমানে অনেক ভাল। ব্রিটেনের সহায়তায় তুরস্ক ১৯৪০ সালের সকল তামাক, শুষ্ক ফল, তুলা ও অন্যান্য শস্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। তুরস্কে যে-সকল দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়, তাহার দাম বৃদ্ধি পাইলেও তুরস্কের মোটমাট লাভই হইয়াছে।

প্রধানতঃ যাহারা বিদেশী জিনিষ এবং বিদেশী কাঁচা মালে প্রস্তুত জিনিষ ব্যবহার করে, তাহাদেরই খরচ বাড়িয়াছে। ইহাতে কৃষকদের কোন অসুবিধা হয় নাই কারণ তাহাদের খাদ্যদ্রব্য বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয় না তুরস্কে কৃষিজীবির সংখ্যাই অধিক।

ইরাণে নাৎসী ষড়যন্ত্র
গবর্ণমেণ্ট উচ্ছেদ সাধনের অপচেষ্টা
বহু জার্ম্মানচর গ্রেপ্তার

ইস্তাম্বুলে সম্প্রতি এই মর্ম্মে একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইরাণ সরকারের উচ্ছেদ সাধনের জন্য ইরাণে জার্ম্মান প্ররোচিত একটা ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া পড়ায় ষড়াযন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। ১৫ ই আগষ্ট বিদ্রোহ আরম্ভ করা হইবে বলিয়া স্থির ছিল, কিন্তু পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া পুলিশ দলের পাণ্ডাদের গ্রেপ্তার করে। ইহাদের মধ্যে অল্পবয়স্ক সামরিক কর্ম্মচারী ও বিদেশী "কাবারে" (হোটেল) নর্ত্তকীরাও আছে। এই নর্ত্তকীরা জার্ম্মান ষড়যন্ত্রকারীদের নিকট টাকা খাইয়া তাহাদের গুপ্তচর হিসাবে কাজ করিত। ইরাণে প্রায় ২ হাজার 'কাবারে' নর্ত্তকী আছে বলিয়া অনুমিত হয় ইহাদের অধিকাংশই জার্ম্মানীর চর। প্রকাশ, যে-সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদিগকে বিচারার্থ সামরিক বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইবে।

ব্রিটেন ও রাশিয়ার সম্মিলিত চাপের ফলে ইরাণ সরকার জার্ম্মান চরদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে বলিয়া আশা করা যায়। জার্ম্মানী ইহাতে প্রতিবাদ করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইরাণ সরকার তাহা উপেক্ষা করিবে বলিয়াই মনে হয়।

গত ছয়মাস ধরিয়া তুরস্কের ভিতর দিয়া জার্ম্মান পঞ্চম-বাহিনী প্রায় পাঁচ হাজার লোক অবিরাম প্রবাহে ইরাণে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহাদের অবস্থান-অনুমতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইবে না এবং ফলে ইহারা ইরাণ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। পঞ্চম-বাহিনী বিতাড়িত করিতে যদি অযথা বিলম্ব করা হয়, তবে ব্রিটেন ও রাশিয়া ইরাণের উপর আরও বেশী চাপ দিয়া ইরাণকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে বাধ্য করিবে।

সুদূর প্রাচ্যের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি
থাইল্যাণ্ডকে উপলক্ষ করিয়াই কি আগুন জ্বলিবে
বিমান যুদ্ধে জাপানের ক্ষতির আশঙ্কা

দক্ষিণ দিকে জাপানীদের আর অধিক অগ্রসর হইবার সংবাদ না পাওয়া গেলেও সুদূর প্রাচ্যের সঙ্কটজনক অবস্থার অবসান হয় নাই। থাইল্যাণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া যে কোনও মুহূর্ত্তে আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে। জাপান বার্ম্মারোড বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলে ব্রিটিশেরা সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে বলিয়া সিঙ্গাপুর হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে চুংকিংএ বিশেষ আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। কারণ ইহা হইতে বুঝা

যায় যে ব্রিটেন জাপানকে থাইল্যাণ্ড লইয়া যাহা খুসী করিতে দিবে না।

বিদেশী বিমান বিশেষজ্ঞদের মত এই যে, জাপান যদি সত্যসত্যই প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ বাধায় তবে বিমান পথে তাহাকে ঘায়েল হইতে হইবে। সুদক্ষ যোদ্ধাগণের দ্বারা পরিচালিত অতি আধুনিক ধরণের ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিমান দ্বারা আক্রান্ত হইলে বিমান যুদ্ধটা অরক্ষিত চীনা সহরের উপর বোমা বর্ষণ করার ন্যায় সহজ মনে হইবে না।

সাত সপ্তাহ ব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল
রাশিয়ার এক চতুর্দ্দশাংশ মাত্র অধিকৃত

জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছে যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে জার্ম্মানীর তৃতীয় আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। প্রধানতঃ উত্তরে লেলিনগ্রাড ও দক্ষিণে উক্রেনের দিকেই এই আক্রমণ পরিচালনা করা হইতেছে। বিশেষতঃ, দক্ষিণ উক্রেনেই আক্রমণের তীব্রতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কৃষ্ণসাগরের পাশ দিয়া জার্ম্মানরা ওডেসার দিকে অগ্রসর হইতেছে। নেপিয়ার ও নেষ্টার নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের রুশীয় সৈন্যদের বেষ্টন করা তাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

লেলিনগ্রাডের দিকে জার্ম্মানরা বিশেষ একটা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। পেইপাস হ্রদের দক্ষিণে রুশীয় সৈন্যদের প্রতিরোধ বিশেষ কার্য্যকরী হইতেছে।

নিরপেক্ষ সূত্র হইতে ইহাও জানা গিয়াছে যে, স্মোলেনস্কের দুএকটি উপকণ্ঠ জার্ম্মানদের হস্তগত হইলেও সহরটি এখনও রুশীয়দের দখলেই আছে। অবশ্য সহরটি প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

মোট কথা এই যে, সাত সপ্তাহ ধরিয়া যুদ্ধ চালাইবার পরও জার্ম্মানী ইউরোপীয় রাশিয়ার দশমাংশ ও সমগ্র রাশিয়ার এক চতুর্দ্দশাংশের বেশী অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। জার্ম্মানরা যে সকল অঞ্চল দখল করিয়াছে তাহার অনেক আবার রাশিয়া ১৯৩৯ সালের রুশো-জার্ম্মান চুক্তি সম্পাদনের পরে দখল করিয়াছিল।

রাশিয়ার প্রতিরোধের ফলে জার্ম্মানীকে গুরুতর যানবাহন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধান করা জার্ম্মানীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। গত মহাযুদ্ধের সময় যেরূপ হইয়াছিল, পূর্ব্ব সীমান্তে এইবারও সেইরূপ একটি অচল অবস্থার সৃষ্টি করা রাশিয়ার উদ্দেশ্য। কারণ রাশিয়া জানে শীতের সময়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ চালাইতে গেলে জার্ম্মানীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

হারলোর দোসর কার্টিস্ হক্
ভারতে প্রস্তুত প্রথম জঙ্গীবিমান

হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফট ফ্যাক্টরি নূতন ধরণের আরেকটি বিমান নির্ম্মাণ করিবে। ইহার নাম হইবে কার্টিস্ হক্। "হারলো" নামে ভারতবর্ষে সম্প্রতি যে বিমানটি নির্ম্মিত হইয়াছে ইহা তাহারই দোসর। "হক্" আমেরিকান ডিজাইনের নাম-করা জঙ্গী বিমান। ইহা এক আসন ও এক ইঞ্জিন এবং নীচু পাখা বিশিষ্ট আধুনিক ধরনের মনোপ্লেন। 'হারলোতে' শিক্ষা সমাপন করিয়া আমাদের পাইলটেরা "হক্" চালাইবে।

নোটিশ

সম্প্রতি ঢাকা জিলার এডিসনেল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় জানাইয়াছেন যে, মোসলমানগণ হইতে কেরানী পদে ভর্ত্তি করিবার জন্য শীঘ্রই একটি লিষ্ট প্রস্তুত করা হইবে এবং প্রার্থীদিগকে আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর মধ্যে উক্ত এডিসনেল ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের বরাবরে দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্ত ১২ সেপ্টম্বের মধ্যে পৌছা চাই।

দরখাস্তকারীগণের নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা চাই :—

(১) ভাল রকম টাইপ জানা চাই

(২) অন্ততঃ মেট্রিক পাস হওয়া চাই

(৩) ঢাকা জিলার অধিবাসী হওয়া চাই

(৪) বয়স মেট্রিকুলেসন সার্টিফিকেট অনুযায়ী আগামী ১।১।৪২ ইং তারিখে বিশের উপর এবং চব্বিশের নীচে হওয়া চাই, (দরখাস্তের সঙ্গে মেট্রিকুলেসন সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে)

(৫) রাজভক্ত পরিবারের হওয়া চাই।

যে সকল দরখাস্তে উপরুক্ত বিষয়-সমূহে পূর্ণ খবর থাকিবে না সেগুলি অমঞ্জুর করা হইবে।

যে-সকল প্রার্থী উপরুক্ত গুণসম্পন্ন হইবেন তাহাদিগকে প্রথমতঃ একটি টাইপ-রাইটিং-এ টেষ্ট পরীক্ষা দিতে হইবে। এই টেষ্টে যাহারা উত্তীর্ণ হইবেন তাহারাই সাধারণ প্রতিযোগিতা পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন। প্রতিযোগিতা পরীক্ষার তারিখ পরে জানান হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এতদ্বারা তাহ্‌রীকে জদীদের চাঁদা আদায়কারীদিগকে জানান যাইতেছে যে, যাহারা ৭ম বৎসরের চাঁদা ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ আদায় করিয়া দিয়াছেন তাহাদের নাম হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহর (আঃ) খেদমতে পাঠান হইয়াছে এবং বিশেষ দোয়ার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। তাহাদের আদায়কৃত চাঁদা এবং যাহারা আংশিক ভাবে চাঁদা আদায় করিয়াছেন বা পূর্ব্বকার কোন এক বা ততোধিক বৎসরের তাহারীক-জদীদের চাঁদা আদায় করিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই চাঁদা কাদিয়ান সদর আঞ্জোমনে পাঠান হইয়াছে। আল্লাহ্‌তালা সকলকেই বিশেষভাবে পুরস্কৃত করুন—আমীন!

জেনারেল সেক্রেটারী—
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

THE FORTNIGHTLY AHMADI

বার্ষিক চাঁদা—৩৲ প্রতি সংখ্যা—৵০ Regd. No. C.—1356

হাদীছুল-মাহদী

এই গ্রন্থে হজরত ইমাম মাহদী ও মসিহ্-মাউদ সংক্রান্ত যাবতীয় জটিল সমস্যার সমধান পেশ করা হইয়াছে। ইহাতে আহমদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মীরজা গোলাম আহমদ আঃ-এর প্রতি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের যাবতীয় এতেরাজের অকাট্য জওয়াব দেওয়া হইয়াছে। সত্যান্বেষী প্রত্যেক মোসলমান ভ্রাতার ইহা এক বার পাঠ করা উচিত। প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতার নিকট ইহার এক কপি থাকা অপরিহার্য্য। মূল প্রতি কপি ২৲ টাকা। জিল্‌দা-করা কপি ২৷৷০ টাকা। ডাক-মাশুল প্রতি কপি ৷৷০ আনা। একত্রে একাধিক কপি লইলে ডাকা-খরচ কম লাগিবে। সত্বর অর্ডার দিন, নতুবা ফুরাইয়া গেলে পরে আফসোস করিবেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

ম্যানেজার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া

৪নং বক্সিবাজার, ঢাকা

—বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান—

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

ব্রাঞ্চ—
ভারতের সর্ব্বত্র
এজেন্সী—
পৃথিবীর সর্ব্বত্র

পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে
"স্বাস্থ্যরক্ষা ও গৃহ-চিকিৎস"
এবং "আরোগ্যের পথ"
প্রেরিত হয়।

অধ্যক্ষ—যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম্-এ এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন), এম্-সি-এস্ (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ আমার নিজ তত্ত্বাবধানে উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী (রেজিষ্টার্ড)—বিদেশী ঔষধের মোহমুক্ত হইয়া দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মিষ্ঠ করিতে হইলে এই মৃতসঞ্জীবনী একমাত্র অবলম্বনীয়। প্রসূতিকে সেবন করাইতেই হইবে। জ্বর, সূতিকা, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, রক্তাল্পতা, রোগান্তে দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি অবস্থায় সর্ব্বদা প্রযোজ্য। মূল্য বড় বোতল ৪৷৷০, মধ্যম ২৷৷০ ও ছোট ১৷৷০ মাত্র।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত)—প্রতি তোলা ৪৲ টাকা, সপ্তাহ।০ আনা। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ অনুপানবিশেষে সর্ব্বরোগ দূর করে। ইহা ত্রিদোষের শান্তি করে। সকল রোগে মকরধ্বজের অনুপানবিধি-পুস্তিকা—মূল্য ৵০ এক আনা।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাস—বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চ্যবনপ্রাস প্রস্তুতের এক পৃথক বিভাগ খোলা হইয়া হইয়াছে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমলকী, বংশলোচন এবং অন্যান্য উপাদানে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিয়া চ্যবনপ্রাস প্রস্তুত হইতেছে। সর্দ্দি, কাসি, যক্ষ্মা দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তিহীনতায় প্রযোজ্য। ইহা পুষ্টিকর খাদ্যবিশেষ। মূল্য ৩৲ টাকা সের।

শুক্রসঞ্জীবন (রেজিষ্টার্ড)—ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আজ জাতি ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছে। যৌবনসুলভ জীবনশক্তি, তেজ ও কান্তি বর্দ্ধনে অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ১৬৲ সের।

সর্ব্বজ্বর বটী (রেজিষ্টার্ড)—যে কোনও জ্বররোগে অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বহু পরীক্ষিত। জ্বরের এইরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১৬ বটী ১৲; ৫০ বটী ২৸০; ১০০ বটী ৫৲; ১০০০ বটী ৪৫৲ টাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wiar Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).